JAN. 2001

প্রধানমন্ত্রীর দফতর হইতে জিজ্ঞাসা

বই সংকটের কারণ কি?

রেজানুর রহমান ॥ শিক্ষামন্ত্রী ঢাকায় নাই, তাই পাঠ্য পুস্তক সংকটের ব্যাপারে কেহই মুখ খুলিতেছেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলিয়াছেন, 'আমরা শক্তির মহড়া প্রত্যক্ষ করিতেছি। বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান একের পর এক শর্ত ভঙ্গ করিয়া চলিয়াছে। অথচ কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাইতেছে না। অন্যদিকে যাহারা বই প্রকাশের অনুমতি পায় নাই তাহাদেরও কেহ কেহ গোপন ষড়যন্ত্রে নামিয়াছেন। ফলে আমাদের অবস্থা হইয়াছে শাঁখের করাতের মত। এদিকে গতকাল বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে, বোর্ডের নূতন বই (২য় পৃষ্ঠায় ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বই সংকটের

(১ম পৃঃ পর)

প্রকাশের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সংকট ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। অবিলম্বে এই ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হইলে জানুয়ারী তো দূরের কথা মার্চের মধ্যেও সারাদেশে বই পৌছাইবে না।

মূলতঃ মাধ্যমিক স্তরের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সংকট ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। শর্ত ভঙ্গ করিয়া মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ১৪টি বই বাজারে ছাড়া হইয়াছে। অবশিষ্ট বই কবে ছাড়া হইবে এই ব্যাপারে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা হইতেছে না। উপরন্তু বাজারে ছাড়া ১৪টি বই গুটিকয়েক শহর ছাড়া এখনও থানা পর্যায়েও পৌছায় নাই। ঢাকায় থানা রহিয়াছে ২১টি। অথচ মাত্র ১১টি থানার আওতায় মাধ্যমিক স্তরের বই বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হইয়াছে। ফোন-ফ্যাক্স, ঔষধের দোকানেও বই বিক্রয়ের জন্য রাখা হইয়াছে। ঢাকার বাহিরে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেটের স্বল্প সংখ্যক কিছু প্রতিষ্ঠানে বোর্ডের বই সরবরাহ করা হইয়াছে। মাধ্যমিক শাখার বোর্ডের বইয়ের কাগজের মান নিয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। টেন্ডারের শর্ত অনুযায়ী ৪৮.৮ বিদেশী জিএসএম সাদা নিউজ অথবা ৬২ জিএসএম রঙ্গিন খুলনা নিউজপ্রিন্ট কাগজে বই ছাপানোর কথা থাকিলেও অপেক্ষাকৃত কমদামের দেশী কাগজ দিয়া বই ছাপানো হইয়াছে। পুস্তক ব্যবসায়ীদের মতে, বইয়ের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে বিগত বৎসরের তুলনায় ১৫ শতাংশ হইতে ২০% শতাংশ। বোর্ডের বই সংকট কেন হইতেছে, ইহার জন্য কাহারা দায়ী-এতদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন চাহিয়া প্রধানমন্ত্রীর দফতর হইতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জরুরী পত্র পাঠান হইয়াছে। বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অপেক্ষা করিতেছেন। শিক্ষামন্ত্রী যশোর হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেই এই ব্যাপারে আলোচনা করা হইবে।

পাঠ্যপুস্তকের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন পত্রিকার একদল সাংবাদিক গতকাল পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে হাজির হইলে তাহাদের জানান হয়, বোর্ডের চেয়ারম্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জরুরী মিটিং-এ গিয়াছেন। সাংবাদিক দল মন্ত্রণালয়ে হাজির হইয়া পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ তপন কান্তি চৌধুরীর সহিত কথা বলার মুহূর্তে তিনি রাগতস্বরে বলিয়া উঠেন–আমি পত্রিকার জন্য কোন কথা বলিব না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া বলেন, আমি কিছুই বলিব না। আপনাদের যাহা খুশী তাহা লিখিতে পারেন। এই ঘটনায় মন্ত্রণালয়ের অন্য কর্মকর্তারাও হতবাক হইয়া যান। উল্লেখ্য, পাঠ্যপুস্তক নিয়া জটিলতা শুরু হওয়ায় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে এক ধরনের মিটিং সংস্কৃতি শুরু হইয়াছে। প্রতিদিনই কর্মকর্তারা একাধিক মিটিং করিতেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হইতেছে না।

দিনেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব

এদিকে পাঠ্যপুস্তক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, বাংলাদেশ ও মুদ্রণ সমিতি ও পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতি গতকাল বাংলাবাজারের উন্মুক্ত চত্বরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক স্তরের ৬০ কোটি ফর্মা ও মাধ্যমিক স্তরের ৭০ কোটি ফর্মা বরাদ্দ দেওয়ার মাধ্যমে এনসিটিবিতে ঘাপটি মারিয়া থাকা স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের মতলব হাসিল করা হইয়াছে। পুস্তক সংকটের বাস্তব অবস্থা তুলিয়া ধরিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট জানাইতে চাই যে, দেশ, জাতি ও কোটি কোটি ছাত্র-ছাত্রীর কথা বিবেচনায় রাখিয়া পুস্তক সংকট নিরসন করিতে হাজার হাজার মুদ্রক, প্রকাশক ও বিক্রেতা সদস্য প্রতিষ্ঠান এখনও প্রস্তুত রহিয়াছে। আলোচনার মাধ্যমে আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হইলে দায়িত্ব প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক সংকট নিরসন করা হইবে। মাধ্যমিক স্তর বিষয়ক সমন্বয় কমিটির আহবায়ক আবু তাহের, প্রাথমিক স্তর বিষয়ক সমন্বয় কমিটির আহবায়ক মোঃ রাব্বানী জব্বার, ওসমান গনি, শহীদ সেরনিয়াবাত, আব্দুর রাজ্জাক, আ, ফ, ম শাহ আলম, আমিন হেলালী প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। দেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে আগত পুস্তক বিক্রেতাগণ সাংবাদিক সম্মেলনে পাঠ্যপুস্তক নিয়া ভোগান্তির বর্ণনা দেন। ভাঙ্গা হইতে আগত (ফরিদপুরে) সবুজ বই ঘরের মালিক মোঃ কামাল হোসেন বলেন, পুস্তকা বই বিক্রয়ের নামে প্রতারণা শুরু করিয়াছে। বই সরবরাহ না করিয়াই বিরাট অংকের জামানত চাওয়া হইতেছে। ইহার ফলে অনেকেই পুস্তকার প্রতি আস্থা পাইতেছে না। কোটালিপাড়া হইতে আগত স্কুল শিক্ষক তিলক বাড়ৈ গতকাল পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে বসিয়া বলিয়াছেন, তাহার স্কুলে এখনও নূতন বই পৌছায় নাই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে।

ছাত্রফ্রন্টের কর্মসূচী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গতকাল বৃহস্পতিবার পাঠ্যপুস্তকের সংকট নিরসনের দাবীতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মধুর কেন্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করিয়া আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। কর্মসূচীর মধ্যে রহিয়াছে, আগামী ২৮শে জানুয়ারী ১২টা হইতে ১টা পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট এবং ৩রা ফেব্রুয়ারী দুপুর ১২টায় বেক্সিমকোর পুস্তকা কার্যালয় ঘেরাও।

ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি নুরুল ইসলাম সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। তাহারা বলেন, এবারে বই ছাপানোর দায়িত্বে ছিল বেক্সিমকোর ৩টি প্রকাশনা সংস্থা। চুক্তি অনুযায়ী বাজারে বই দেওয়ার তারিখ কয়েকবার পিছাইয়া ২১শে ডিসেম্বর করা হয়। অথচ নূতন বৎসরের প্রথম মাসটি অতিবাহিত হইতে চলিলেও শতকরা ১০ ভাগ বইও ছাপা হয় নাই। ইহাছাড়া, এবার সরকার বইয়ের মূল্য কম রাখার কথা বলিলেও অনেক বইয়ের দামই গতবারের তুলনায় ২০ হইতে ৩০ টাকা বেশী।

জিয়া শিশু-কিশোর সংগঠনের সভা

পাঠ্যপুস্তক সংকট নিরসনের দাবীতে জিয়া শিশু-কিশোর সংগঠন আগামীকাল শনিবার শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করিয়াছে। সকাল ১০টায় মিছিল শুরু হইবে।